জুমার খুতবা

01/08/1443 H

04/03/2022

সম্মানিত শায়খ ড

আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

বিষয়

আল্লাহর নাম “আল হাফীজ”।

“আল হাফীজ সুবহানাহু”[১]

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحَمَّدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপরঃ আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও একান্তে তাঁকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলমানগণ!

মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ ও উন্নত গুণাবলী সমৃদ্ধ অসংখ্য সুন্দর নাম রয়েছে। আর আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী একে অপরের অর্থবোধক। তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের ইল্‌ম অনুপাতে তারা তাঁর বন্দেগী ও নৈকট্য লাভের স্তরে অবস্থান করে। এগুলোর মধ্যে কিছু নাম আছে যা কোন বান্দা আয়ত্ব করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জগতের গতিময় বা স্থবির যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তা তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রভাবেই। মহান আল্লাহ বলেনঃ [তিনিই আল্লাহ, যিনি সাত আসমান এবং অনুরূপ জমিন সৃষ্টি করেছেন; এগুলির মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয়ধ যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।] সূরা আত-ত্বালাকঃ ১২।

তিনি যেসব নামে নিজের নামকরন করেছেন এবং স্বীয় সৃষ্টির কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলঃ الحفيظ /আল হাফীজ ও الحافظ/আল হাফেজ, অর্থাৎ মহারক্ষক ও

(১) ০১/০৮/১৪৪৩ হিঃ মোতাবেক ০৪/০৩/২০২২ তারিখে এ খুতবাটি মসজিদে নববীতে প্রদান করা হয়েছে।

হেফাযতকারী। তিনি নিজ ক্ষমতাবলে যত মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন সকলকেই হেফাযত করেন। যদি তাঁর সুরক্ষা না থাকত তাহলে সব বিলীন হয়ে যেত, যদি তাঁর যত্ন না থাকত তাহলে সৃষ্টিকুলের নীতি ও ব্যবস্থাপনা ভারসাম্যহীন ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত এবং একে অপরের উপর সীমালঙ্ঘন করত।

আসমান ও জমিন এবং এ দুইয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই তাঁর নির্দেশে সচল থাকে। মহান আল্লাহ বলেনঃ [নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া কেউ নেই যে, তাদেরকে ধরে রাখতে পারে।] সূরা ফাতিরঃ ৪১। তিনি এ দুটোকে সংরক্ষণ করেছেন যেন এগুলো তাদের স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত সুচারুরূপে অবশিষ্ট থাকে; যেন তা বিলীন ও নিশ্চিহ্ন না হয়। বরং এগুলোকে হেফাযত করা তাঁর জন্য সবচেয়ে সহজতর ও মামুলি ব্যাপার। তিনি বলেনঃ [তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দুইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।] সূরা আল-বাকারাঃ ২৫৫।

তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ সৃষ্টির সকলকে বেষ্টন করে আছে; কোন কিছু এক পলকের জন্যও তাঁর হেফাযত থেকে মুক্ত নয়। [নিশ্চয় আমার রব সবকিছুর হেফাযতকারী।] সূরা হূদঃ ৫৭। আকাশে যা কিছু আছে এবং জমিনের উপরে বা নীচে যা আছে- সবই নির্দিষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ [অবশ্যই আমি জানি মাটি তাদের থেকে যতটুকু ক্ষয় করে। আর আমার কাছে আছে সম্যক সংরক্ষণকারী কিতাব।] সূরা কাফঃ ৪। ইবনে কাসীর রহঃ বলেনঃ "অর্থাৎ আমি জানি মাটি তাদের দেহকে জীর্ণ করে কতটুকু খায়; আমি তা জানি এবং এও আমার কাছে গোপণ নয় যে, তাদের

দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় কোথায় পড়ে থাকে, কোথায় যায় ও কী পরিণতি হয়?”

বান্দাদেরকে তাঁর হেফাযত করার অন্যতম উপমা হলঃ তিনি তাদের অগ্রে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন; তারা তাদেরকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে বিপদাপদ হতে রক্ষা করেন। এ মর্মে তিনি বলেনঃ [আর মানুষের জন্য রয়েছে তার সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী; তারা আল্লাহর আদেশে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে।] সূরা আর-রা'দঃ ১১। মুজাহিদ রহঃ বলেনঃ “প্রত্যেক বান্দার সাথে তার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। সে তাকে তার ঘুম বা জাগ্রতবস্থায় জিন, মানুষ ও পোকা-মাকড়ের অনিষ্টতা হতে হেফাযত করে। যখনই এগুলোর কোনটি তার ক্ষতি করতে আসে তখনই সে বলেঃ তুমি পেছনে ফিরে আস! তবে ততটুকুই তাকে আক্রান্ত করতে পারে যতটুকু আল্লাহর অনুমোদন রয়েছে।”

বান্দার সকল আমল তিনি সংরক্ষণ করে রাখেন, তাদের কোন কথাই তাঁর অগোচরে নয়। তিনি প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন, সে তার আমল বা কৃতকর্ম সংরক্ষণ করে এবং বান্দা ভাল বা মন্দ যা-ই আমল করুক না কেন তা সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসেব করে রাখে। আল্লাহ বলেছেনঃ [প্রত্যেক জীবের উপর সংরক্ষক রয়েছে।] সূরা আত-তারিকঃ ৪। এগুলো ফেরেশতাদের খাতায়ও রেকর্ড থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ [আর নিশ্চয় নিয়োজিত আছেন তোমাদের উপর সংরক্ষকদল, সম্মানিত লেখকবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর।] সূরা আল-ইনফিতারঃ ১০-১২।

আর আল্লাহর ওলীগণ যারা নবী আলাইহিমুস সালাম ও তাদের অনুসারী ছিলেন; তাদের জন্য এর পাশাপাশি বিশেষ তত্ত্বাবধান ছিল;

যা তাদের ঈমানের ক্ষতি করে অথবা সংশয়, ফেতনা ও প্রবৃত্তি ইত্যাদি যা তাদের দৃঢ়তাকে নড়বড়ে করে- তা হতে আল্লাহই তাদেরকে হেফাযত করেন। জিন বা মানুষ্য শত্রু হতে তিনি তাদেরকে হেফাযত করেন; তিনি তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন এবং তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে তাদের পক্ষে প্রতিরোধ করেন।

যে ব্যক্তি পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ এবং বিরত থাকার মাধ্যমে তাঁর নিষেধের সংরক্ষণ করল, তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাযত করল এবং আল্লাহর সীমালঙ্ঘন না করে তার বিধি-নিষেধ রক্ষা করল; সে যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ সর্বাবস্থায় তার সাথে থাকেন; তাকে বেষ্টন করে রাখেন ও সাহায্য করেন। এভাবে তিনি যাবতীয় সংশয় ও প্রবৃত্তি থেকে তার দ্বীনকে হেফাযত করেন এবং তার দুনিয়াবী বিষয়কেও হেফাযত করেন। তার সন্তানাদি, পরিবার ও যাদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের মাঝেও তাকে হেফাযতে রাখেন। মৃত্যুর সময় তার দ্বীনকে নিরাপদ রাখেন; ফলে সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করে। রাসূল সাঃ বলেছেনঃ (তুমি আল্লাহর -বিধি বিধানের- সংরক্ষণ কর, তাহলে তিনিও তোমাকে হেফাযত করবেন। আর তুমি আল্লাহর -বিধানের- হেফাযত কর, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার কাছে/সামনে পাবে।) সুনানে তিরমিযি।

আল্লাহর নবীগণ তাদের রবের রেসালাতকে পৌঁছে দিয়েছেন, যে দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য পছন্দ করেছেন তা তারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আল্লাহর পথে তারা বহু কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তবে এসবের সামনে একমাত্র অবলম্বন ছিলেন মহাসংরক্ষক আল্লাহ তায়ালা; ফলে তিনিই তাদেরকে হেফাযত করেছেন এবং দ্বীন প্রচারে বিচ্যুতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তখন শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে তিনি তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

ইবরাহীম আঃ-কে বিশাল অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যা সবকিছুকেই ভস্ম করে দিত। তখন তিনি মহারক্ষক আল্লাহর স্মরণাপন্ন হলেন এবং বললেনঃ [আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।] সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৩। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে আগুন থেকে উদ্ধার করলেন; আগুন তার জন্য ঠান্ডা ও আরামদায়ক হয়ে গেল!

ইসমাঈল আঃ-কে তার পিতা আল্লাহর নির্দেশমত কুরবানী করতে শুয়ালেন। যখন তারা দু'জনই আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করলেন এবং স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলেন ও তিনি তার পিতাকে বললেনঃ [আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।] সূরা আস-সাফফাতঃ ১০২। তখন মহারক্ষক আল্লাহ তাকে মহান কুরবানীর বিনিময়ে মুক্ত করলেন।

হুদ আঃ নিজ জাতিকে সত্যের পথে আহ্বান করেছেন। কিন্তু যখন তারা তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং তাকে নির্যাতনের হুমকি দিল, তখন তিনি তার মহারক্ষক রবের কাছে আশ্রয় নিলেন এবং বললেনঃ [অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা সহ তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি, আমি তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার রব অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার রব সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।] সূরা হূদঃ ৫৭। অর্থাৎ তিনিই আমাকে তোমাদের অনিষ্টতা ও ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করবেন।

আল্লাহর হেফাযত মানুষের হেফাযতের চেয়ে ত্রুটিমুক্ত ও পরিপূর্ণ। ইউসুফ আঃ-এর ভাইয়েরা তাকে হেফাযত করার বিষয়টি নিজেদের দিকে সম্বোধন করেছিল এবং তাদের পিতাকে বলেছিলঃ [আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান, সে সানন্দে

ঘোরাফেরা করবে ও খেলাধুলা করবে। আর আমরা অবশ্যই তার হেফাযত করব।] সূরা ইউসূফ: ১২। কিন্তু তারা তাকে হারিয়েছিল। আর যখন ইয়াকুব আঃ ইউসুফ ও তার ভাইকে রক্ষার বিষয়টি আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে বলেছিলেন: [তবে আল্লাহই উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।] সূরা ইউসূফ: ৬৪। তখন এদের দুজনকে আল্লাহ তায়ালা হেফাযত করলেন ও তার কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং উভয়েরই পরিণাম ভাল ছিল। বরং আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আঃ-কে তাঁর বান্দাদের অধিকারের সংরক্ষক বানালেন। এ মর্মে ইউসুফ আঃ নিজের ব্যাপারে বলেন: [নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ।] সূরা ইউসূফ: ৫৫।

দুধের শিশু মুসা আঃ-কে তার মা আল্লাহর হেফাযতের উপর ভরসা করে সাগরে নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর তার রব তাকে হেফাযত করলেন এবং তার সামনে তাকে স্বীয় শত্রুর বাড়িতেই প্রতিপালন করলেন। আর তাকে মহাসম্মানী নবী বানিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

ইউনুস আঃ-কে বিশাল মাছ গিলে ফেললে তিনি গভীর সমুদ্রে মাছের পেটে অন্ধকারে থাকাবস্থায় মহারক্ষক তার রবকে ডেকে বললেন: [আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই; আপনি কতই না পবিত্র ও মহান। নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭। অতঃপর তার রব তার ডাকে সাড়া দিলেন ও তাকে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলেন; আর মুমিনদেরকে আল্লাহ তায়ালা এভাবেই উদ্ধার করেন। তারপর তিনি তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হয়েও নিঃশেষ হননি। আল্লাহ বলেন: [অতঃপর ইউনুসকে আমরা নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং তিনি ছিলেন অসুস্থ। আর আমরা তার উপর ইয়াকতীন প্রজাতির এক গাছ উদগত করলাম।] সূরা আস-সাফফাত: ১৪৫-১৪৬।

সোলায়মান আঃ-কে বিশাল রাজত্ব দান করা হয়েছে এবং জিন জাতিকে আল্লাহ তার অনুগত করে দিয়েছেন; ফলে তারা তার আদেশ মান্য করত এবং তার জন্য আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করে দিত। তবে আল্লাহই তাকে এদের অবাধ্যতা ও অনিষ্টতা হতে রক্ষা করতেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেনঃ [আর শয়তানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এছাড়া অন্যান্য কাজও করত; আর আমিই তাদের হেফাযতকারী ছিলাম।] সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৮২। ইবনে কাসীর রহঃ বলেনঃ "অর্থাৎ আল্লাহ তাকে পাহাড়া দিতেন যেন শয়তানদের কেউ তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। বরং এরা সবাই তার কব্জায় ও ক্ষমতার আওতায় রয়েছে; তাদের কেউ তার ধারেকাছে ঘেঁষার দুঃসাহস দেখায় না। বরং তিনি তাদের বিষয়ে বিচারক বা পরিচালক; তিনি ইচ্ছে করলে কাউকে ছেড়ে দেন, আবার যাকে ইচ্ছে আটকে রাখেন।"

ঈসা আঃ-কে হত্যা করতে ও তার রেসালতকে সমূলে উৎপাটন করতে ইহুদীরা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন ও তাদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করলেন, আর তার শত্রুদের মধ্য থেকে একজনকে তার আকৃতি দিয়ে তাকে উদ্ধার করলেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেনঃ [অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি; বরং তাদের জন্য (অন্য এক লোককে) তার সদৃশ করা হয়েছিল।] সূরা আন-নিসাঃ ১৫৭।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রেসালতের সমাপ্তি করেছেন এবং তিনি নিজেই তাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেনঃ [আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।] সূরা আল-মায়েদাঃ ৬৭। অর্থাৎ মানুষের চক্রান্ত ও কুটকৌশল থেকে তিনি আপনাকে রক্ষা করবেন এবং আপনার রেসালত ও যা নিয়ে এসেছেন তা তিনিই হেফাযত করবেন।

জাবের রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (আমরা রাসূল সাঃ-এর সাথে রওনা হয়ে 'যাতুর রিকা' নামক স্থানে পৌঁছলাম। আমরা একটি ছায়াদার গাছের কাছে পৌঁছলে তা রাসূল সাঃ-এর -বিশ্রামের- জন্য ছেড়ে দিলাম। রাসূল সাঃ-এর তরবারি গাছের সাথে ঝুলানো ছিল, এমতবস্থায় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে আল্লাহর নবীর তরবারিটি হস্তগত করে তা কোষমুক্ত করল এবং রাসূল সাঃ-কে উদ্দেশ্য করে বলল: তুমি কি আমাকে ভয় কর? তিনি বললেনঃ না। সে বলল: তাহলে কে তোমাকে আমার কাছ থেকে রক্ষা করবে? তিনি বললেনঃ আল্লাহই আমাকে তোমার কবল থেকে রক্ষা করবেন। তারপর লোকটি তরবারি খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রাখল।) বুখারী ও মুসলিম।

নবী সাঃ-এর অনুসারীদের জন্যও তাদের অনুসরণের পরিমাণ অনুযায়ী আল্লাহর হেফাযত নির্ধারিত রয়েছে। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেছেনঃ "নবীর অনুসারীদের জন্যও আল্লাহর হেফাযতের অংশ রয়েছে, তাঁর পক্ষ থেকে তাদের জন্য সুরক্ষা, প্রতিরোধ, সমর্থন ও সাহায্য রয়েছে; তাদের আনুগত্যের পরিমাণ হিসেবে- কম বা বেশি।"

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ আসমানী কিতাব; আল্লাহই এটাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ [নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমিই তার সংরক্ষক।] সূরা আল-হিজরঃ ৯। কাজেই কেউ এর পরিবর্তন করতে পারবে না, এরমধ্যে বাতিল কিছু অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বৃদ্ধিও করতে পারবে না এবং এর মধ্যে বিদ্যমান বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম ও ফারায়েজ ইত্যাদি কোন কিছুই কাটছাঁট করতে পারবে না। বরং এর শব্দমালা ও অর্থ সবই সংরক্ষিত। মহান আল্লাহ বলেনঃ [আর এটি নিশ্চয় এক সম্মানিত গ্রন্থ- বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না- সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়,

চিরপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।] সূরা ফুসসিলাত: ৪১-৪২। পক্ষান্তরে আহলে কিতাবদের উপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কিতাব হেফাযত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, আর এ ব্যাপারে তিনি বলেন: [কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল।] সূরা আল-মায়েদা: ৪৪। তখন এর মধ্যে বিকৃতি ও পরিবর্তন অনুপ্রবেশ করল!

আসমান হল দুনিয়ায় ওহী আগমণের প্রবেশদ্বার; আল্লাহ তায়ালা শয়তানের চুরি থেকে তাঁর কিতাবকে নিরাপদ রাখতে ফেরেশতা ও উল্কাপিন্ড মোতায়েন করে এ আসমানকে হেফাযত করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেছেন: [নিশ্চয় আমি কাছের আসমানকে তারকারাজির সৌন্দর্যে সুশোভিত করেছি।* আর প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে হেফাযত করেছি।] সূরা আস-সাফফাত: ৬-৭।

আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা/সুরক্ষা কামনা করা বান্দার জন্য অপরিহার্য। নবী সাঃ দিনের দু'প্রান্তে তার রবের কাছে সার্বিক নিরাপত্তা চেয়ে দোয়া করতেন। তিনি বলতেন: " «اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» /হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেফাযত করুন আমার সম্মুখ হতে, আমার পিছন দিক হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম দিক হতে এবং আমার উপর দিক হতে। হে আল্লাহ! আমি আপনার মর্যাদার অসিলায় মাটিতে ধ্বসে যাওয়া থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি।" সুনানে আবু দাউদ। অর্থাৎ: আমাকে জিন, মানুষ ও পোকা-মাকড়ের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করুন এবং সে শয়তানের ক্ষতি থেকেও যে ঘোষণা দিয়েছে যে: [তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পিছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে।] সূরা আল- আ'রাফ: ১৭। আর আমাকে আগত মসিবত থেকে, মাটিতে ধ্বসে যাওয়া থেকে, আযাব থেকে ও সাধারণ সকল ক্ষতিকারক বস্তু থেকে রক্ষা করুন।

ঘুমন্ত অবস্থায় ব্যক্তি জিন বা অন্য কিছু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনায় থাকে। "যে ব্যক্তি ঘুমের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিয়োজিত থাকে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার কাছে আসতে পারে না।" সহীহ বুখারী।

ঘুম থেকে জাগ্রতবস্থায়ও বান্দা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। রাসূল সাঃ বলেছেনঃ (তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করলে যেন বলেঃ «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبِّي، بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» / হে আমার প্রতিপালক! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নামেই আমার দেহ -বিছানায়- রাখলাম, আপনার নামেই তা তুলব। আপনি যদি আমার প্রাণ আটকে রাখেন তাহলে আমাকে মাফ করে দিন। আর যদি আপনি তাকে উঠবার সুযোগ দেন তাহলে তাকে হেফাযত করুন যেমন আপনি আপনার নেক বান্দাদেরকে হেফাযত করে থাকেন।) বুখারী ও মুসলিম।

যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে সংরক্ষণ করল- তিনি যা আদেশ করেছেন তা পরিপূর্ণভাবে ইখলাছের সাথে পালন করার মাধ্যমে; তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ [এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল- প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী, অধিক সংরক্ষণশীলদের জন্য।] সূরা কাফঃ ৩২।

পরিশেষে হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ সুমহান, সুউচ্চ; বিশাল জগতে যা কিছু আছে সবকিছুকে তিনি হেফাযত করেন। আর ফেতরাতগতভাবেই প্রত্যেক জীব তার হেফাযতকারীকে ভালবাসে। আর আল্লাহই তো আপনাকে সকল স্থান ও সময়ে হেফাযত করছেন; কাজেই তিনিই ভালবাসা ও আনুগত্য পাওয়ার অধিক হকদার। যে ব্যক্তি অনুভব করতে পারবে যে, আল্লাহ তার সকল

কৃতকর্ম সংরক্ষণ করে রাখেন, তাহলে এটা তাকে সর্বদা আল্লাহর ভয় এনে দেবে।

যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, একমাত্র আল্লাহই সকল কিছুর সম্যক সংরক্ষক এবং তার সংরক্ষণ সৃষ্টির যে কারো সংরক্ষণের চেয়ে অধিক নিখুঁত পরিপূর্ণ; তখন সে তার দ্বীন, পরিবার, সন্তানাদি, ধন-সম্পদ ইত্যাদি হেফাযতের জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। আর নিজের নফস্‌কে হেফাযতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মাধ্যমটি বান্দা গ্রহণ করে থাকে তা হলঃ আল্লহর একত্ববাদ ও তাঁর আনুগত্য। যখন আল্লাহর যিম্মায় কিছু রাখা হয়, তখন তিনিই সেটাকে হেফাযত করেন।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾

অর্থঃ [আর আপনার রব সবকিছুর সম্যক হেফাযতকারী।] সূরা সাবাঃ ২১।

بارك الله لي ولكم ...

দ্বিতীয় খুতবাঃ

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا مُحَمَّدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

যে ব্যক্তি জানবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর সংরক্ষক এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান- তাহলে সে কোন মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হবে না। বরং সে মাধ্যম গ্রহণ করে এ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে যে, সকল নিরাপত্তা ও হেফাযত একমাত্র আল্লাহর হাতেই, আর মাধ্যমসমূহ কখনো উদ্দেশ্য পূরণে ব্যতিক্রম হয়। এমতবস্থায় সে সত্যিকারভাবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় নেয়; হেফাযত, সুরক্ষা, কষ্টদায়ক বস্তু থেকে নিরাপত্তা ও ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে পরিত্রাণের জন্য একমাত্র তাঁরই অভিমুখী হয়।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে সালাত পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

خطبة الجمعة

١٤٤٣/٠٨/٠١ هـ

04/03/2022 م

فضيلة الشيخ الدكتور

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

بعنوان

الحفيظ سبحانه

مترجمة باللغة البنغالية